কুড়ানো মানিক

মূল
শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

অনুবাদ
সাবরিনা নওরিন

ভাষা-সম্পাদনা
তাইব হোসেন

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

বিষয়সূচি

লেখক পরিচিতি / ৬

সংকলকের কথা / ৯

সম্পাদকের কথা / ১০

কুড়ানো মানিক / ১১

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। বাবা শাইখ মূসা জিবরীল মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন বলে আহমাদ মূসা জিবরীল শৈশবের বেশ কিছু সময় মদীনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। বুখারি ও মুসলিম মুখস্থ করেন হাইস্কুল পাশ করার আগেই। শাইখ আহমাদ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল পাশ করেন এবং কৈশোরের বাকি সময়টুকু সেখানেই কাটান। পরবর্তীকালে তিনি বুখারি ও মুসলিমের সনদ মুখস্থ করেন। এরপর কুতুবুস সিত্তাহর বাকি চারটি গ্রন্থও মুখস্থ করেন। শাইখ আহমাদও তাঁর বাবার মতো মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে জুরিস ডক্টর ডিগ্রি ও আইনের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল বহু আলিমের কাছ থেকে ইলম অধ্যয়ন করেন। আঠারো বছর বয়স হবার আগেই তিনি তাঁর বাবার কাছে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর পুরো মাজমুয়ুল ফাতাওয়া (৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত), ইমাম ইবনুল কাইয়িমের কিতাব ও ইমাম ইবনু হাযমের আল-মুহাল্লা (১১ খণ্ডে সমাপ্ত) পড়ে ফেলেন। আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন, তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াহও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবূ যায়িদের সাথে একান্ত দারসে তিনি মুজাদ্দিদ ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ﵀ ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﵀-এর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন তিনি।

শাইখ আহমাদ আল্লামা হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবির অধীনেও অধ্যয়ন করেন, তাঁর কাছ থেকে তাযকিয়াহও লাভ করেন। তিনি তাঁর বাবার সহপাঠী

শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ ইহসান আমেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তাঁর বাবাকে বলেন, 'ইনশাআল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে!'

'আর-রাহিকুল মাখতুম'-এর লেখক শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপূরির অধীনে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আবদুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াহ আস-সালিমের অধীনে। শাইখ আতিয়াহ আস-সালিম ছিলেন শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতির প্রধান ছাত্র। শাইখ আশ-শানকিতির ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসীরগ্রন্থ 'আদওয়ায়ুল বায়ান'-এর কাজ তিনিই শেষ করেন।

আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ আবদুল্লাহ বিন বাযের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর শাইখ ইবরাহীম আল-হুসাইনেরও ছাত্র ছিলেন। 'আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল-ইফতা'—Permanent Committee for Islamic Research and Issuing Fatwas—এর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আবদুল্লাহ আল-কাওদের সাথে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল-হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান।

আহমাদ মূসা জিবরীল মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল-আনসারির অধীনে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন। তিনি শাইখ আবূ মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবূ মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আলবানি ﵀ ওসিয়তে শাইখ আবূ মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন।

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল রাবি আল-মাদখালির জামাতা শাইখ মূসা আল-কারনিরও ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে ইজাযাহপ্রাপ্ত হন। শাইখ মূসা জিবরীল ও শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায ﵀ আমেরিকায় থাকা সৌদি ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ বিন বাযের মৃত্যুর তিন মাস আগে শাইখ

আহমাদ মূসা জিবরীল তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করে বলেন, তিনি তাঁর সুপরিচিত এবং উত্তম আকীদা পোষণ করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত আছেন।

সংকলকের কথা

এ বইটি মূলত শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের টুইটার একাউন্ট[১] থেকে সংগৃহীত কিছু টুইটের সংকলন। যদিও সবগুলো টুইট এতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আমি (সংকলক) মহান শাইখের একজন ছাত্র। আমি আমার উসতাযের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এর অন্যতম হলো গোপনে আমল করা, যা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। শাইখ আমাকে নিজের নাম উল্লেখের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন পাঠকরা আমার জন্য দুআ করতে পারেন। কিন্তু আমি চেয়েছি এই বই পড়ে উপকৃতরা যেন কেবল তাঁদের এক ভাইয়ের জন্য দুআ করেন। সবশেষে আল্লাহই তো আমাকে জানেন। আর যতদিন মানুষ এ বইটি পড়বে, একে প্রচার করবে, এ থেকে উপকৃত হবে, তাদের সবার সাওয়াব আমার ও শাইখের আমলনামায় যোগ হবে।

টুইটারের একশো চল্লিশ অক্ষরের মাঝে সীমাবদ্ধ থেকেও বিশ্বজুড়ে শাইখ যে ইলম ছড়িয়ে দিয়েছেন, এই হিকমাহপূর্ণ উপলব্ধি থেকে আমি এ কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছি। বইটি আপনার পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মীসহ প্রত্যেকের কাছে নির্দ্বিধায় পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ রইল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনারা বইটি পড়ুন, বুঝুন। আর নিজেদের জীবনে Twitter Gems-এর প্রতিফলন ঘটান।

---

[১] @ahmadmusajibril

সম্পাদকের কথা

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পত্তির ওয়ারিস রেখে যান না। তবে উলামায়ে কিরামকে ওহির ইলমের ওয়ারিস করে যান। ওহির ইলম ও আমাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী হচ্ছেন উলামায়ে কিরাম। একজন সত্যপন্থী মুত্তাকি আলিমের মর্যাদা তো বিশাল। এমনই একজন সমকালীন আলিম হচ্ছেন শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল।

Twitter Gems শাইখের টুইট-সংকলন। শাইখের টুইটগুলো মূলত কুরআন-সুন্নাহরই মর্মকথা। এগুলো দ্বীন ও শারীয়াতেরই শিক্ষা। আমি এ বইয়ে মূলত ভাষা-সম্পাদনার কাজ করেছি।

সন্দীপন প্রকাশন কর্তৃক বইটি প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। দুআ করি, আল্লাহ যেন বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইখলাসে অটল রাখেন।

তাইব হোসেন
২৫ এপ্রিল, ২০২২

কুড়ানো মানিক

মা-বাবার খিদমাত

বাবা-মায়ের দায়িত্বপালন দ্বীন ও দুনিয়া দুটোরই বিনিয়োগ।

দ্বীন : প্রতিদান জান্নাত।

দুনিয়া : এর প্রতিদান হলো, আপনি বাবা-মায়ের সাথে যেমন আচরণ করবেন আপনার সন্তানও আপনার সাথে ঠিক সেই আচরণই করবে।

নেককার বন্ধুর জন্য খরচ

দুনিয়াতে আপনার নেককার বন্ধুদের জন্য যথাসম্ভব খরচ করুন। শেষবিচারের দিন আল্লাহ এগুলো বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। সেই দিন এর বিনিময় আপনি পাবেনই।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ۝٤

‘যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।’[২]

প্রথম তত্ত্ব = শর্ত

দ্বিতীয় তত্ত্ব = প্রতিশ্রুতি

শর্ত পূরণ করুন, আল্লাহও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।

---

[২] সূরা তালাক, ৬৫ : ৪।

স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করুন

তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবেন না। আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

‘হে ঈমানদারেরা, জোর করে নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া (উত্তরাধিকার হিসেবে তাদেরকে পেতে চাওয়া) তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে (মোহরানাস্বরূপ) যা দিয়েছ তার কিছু অংশ নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের আটকে রেখো না, তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা করলে ভিন্ন কথা। তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে বসবাস করো। আর যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, তাহলে তো এমনও হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিস অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তার মাঝে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।’[৩]

আপনার স্ত্রী আপনার সারাজীবনের বন্ধু ও সঙ্গী। তিনি আপনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং আপনার উত্তম আচরণ ও দরদ পাবার সবচেয়ে বেশি হকদার।

অঞ্চলভিন্নতা

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় জন্মেছিলেন। ঈসা (আলাইহিস সালাম) সিরিয়ায় অবতরণ করবেন। দাজ্জাল তার সত্তর হাজার অনুসারীসহ ইরান থেকে বের হবে। এসব উদাহরণ দেখে ওপরের দেশগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

জ্ঞানীদের আলামত

وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٧ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا

‘আর পরিপক্ক ইলমের অধিকারীরা বলে, “আমরা এগুলো বিশ্বাস করেছি। সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে।” কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই

[৩] সূরা নিসা, ৪ : ১৯।

(এভাবে) উপদেশ গ্রহণ করে। তারা বলে—ও রব, হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরগুলো বক্র করে দিয়ো না।'[৪]

জ্ঞানীদের একটি আলামত হলো, তারা গোমরাহ হয়ে যাবার ভয় করে।

প্রবৃত্তির দিকে তাকাবেন না

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ

'আর তোমাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না-তাকায়।'[৫]

আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে কখনো প্রবৃত্তির দিকে ফিরে তাকাবেন না। এই প্রবৃত্তি আপনাকে ফাঁদে ফেলতে পারে কিংবা নিন্দুকেরা আপনাকে পিছিয়ে দিতে চাইবে। কখনো এসব হিংসুটে নিন্দুকের পরোয়া করবেন না।

বিজয়ের ধারা

فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا

'তাদেরকে অবিশ্বাস করা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছিল, যতক্ষণ না তাঁদের কাছে আমার সাহায্য আসে।'[৬]

রাসূলগণ বিজয়ের পথে এ সবগুলো ধাপ অতিক্রম করেছেন। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই। বিজয়ের জন্য আমাদেরকেও এই ধাপগুলো অতিক্রম করতে হবে।

চলমান শতাব্দী

আমরা যাবৎকালের সবচেয়ে বাজে শতাব্দী পার করছি।

- চারিদিকে মুসলিম-হত্যাযজ্ঞ
- গণতন্ত্রের শতাব্দী

---

[৪] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৭-৮।

[৫] সূরা হূদ, ১১ : ৮১।

[৬] সূরা আনআম, ৬ : ৩৪।

খিলাফাহ্

খিলাফাহ আমাদের উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো শাসক উপহার দিয়েছে। অন্যদিকে গণতন্ত্র এনেছে কাৎসভ (Katsav), ক্লিনটন (Clinton), বার্লোস্কনি (Berlusconi), স্পিটজার (Spitzer), ক্রেইগ (Craig), ফলেইর (Foley) মতো কিছু লম্পট।

উত্থানপতন

আমরা এমন এক উম্মাহ, যারা ওপরে উঠতে গিয়ে হোঁচট খাই। আমরা পরাজিত হই যেন আগের চেয়েও শক্তিশালী ও বিজয়ী হয়ে ফিরতে পারি; ঠিক যেমন রাতে ঘুমোবার পর সকালে সতেজ হয়ে জেগে উঠি।

নারীর মর্যাদা

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

‘তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্রসন্তান দান করেন।’[৭]

পুরুষের আগে নারীদের প্রতি সম্বোধন প্রমাণ করে, ইসলামে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা কত বেশি!

নগ্নতা

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا

‘তারপর তারা দুজনে গাছটির ফল খেলো। তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান উন্মোচিত হয়ে গেল।’[৮]

নগ্নতা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আযাব। অথচ মানুষ আজ এটাকে মুক্তি ও স্বাধীনতা মনে করে!

---

[৭] সূরা শুরা, ৪২ : ৪৯।

[৮] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১২১।

আঘাত-উপশম

কারও কথায় আঘাত পেয়েছেন?

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

'আমি অবশ্যই জানি তাদের কথায় তোমার মন সংকুচিত হচ্ছে।'[৯]

সমাধান এই আয়াত,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾

'সুতরাং তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং সিজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'[১০]

ছোট থেকে বড়

শুরুটা সাধারণ বলে ভাববেন না, ভবিষ্যতও সেরকম হবে। প্রত্যেক নবিই শুরুতে রাখাল ছিলেন। তারপর তাঁরাই বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

লোকে কী বলে

ইমাম আশ-শাবি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ওয়াল্লাহি! আমি যদি একশতে নিরানব্বই ভাগও সঠিক থাকি, লোকেরা আমার একভাগ ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়েই কথা বলবে।'

নিন্দুক

আপনি যতই সোজাপথে হাঁটেন না কেন, কিছু লোক সবসময়ই থাকবে যারা আপনার হেলানো ছায়ার জন্য তিরস্কার করবে।

অকৃতজ্ঞ

নিজ গুনাহের দিকে তাকালে দেখবেন, আল্লাহর নিয়ামাত ছাড়া একটা গুনাহও করতে পারছেন না। কী লজ্জা!

---

[৯] সূরা হিজর, ১৫ : ৯৭।

[১০] সূরা হিজর, ১৫ : ৯৮।

পতনের ডাক

وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟

‘আর ওইসব জনপদের অধিবাসীরা যখন যুলুম করেছিল, আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।’[১১]

কোনো জাতির মাঝে অন্যায়-অবিচারের ব্যাপক প্রচলন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের পতন ডেকে আনে।

প্রত্যাবর্তন

আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় ফেলে আপনার ডাক শুনতে চান। নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর রবকে ডেকেছিলেন,

وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

‘নূহ আমাকে ডেকেছিল। আমি (তার ডাকে) কত উত্তম সাড়া দিয়েছি!’[১২]

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

‘আর নূহের কথা স্মরণ করো, যখন সে পূর্বে (আমাকে) ডেকেছিল। আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার অনুসারীদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম।’[১৩]

আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) তাঁর রবকে ডেকেছিলেন,

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾

‘আর আইয়ূবের কথা স্মরণ করো, যখন সে রবকে ডাক দিয়ে বলেছিল—আমি বড় কষ্টে পড়েছি, আর তুমি হলে সবচেয়ে বড় দয়ালু।’[১৪]

---

[১১] সূরা কাহফ, ১৮ : ৫৯।

[১২] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৭৫।

[১৩] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৭৬।

[১৪] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৩।

ইউনুস (আলাইহিস সালাম) অন্ধকারে ডেকেছিলেন,

فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾

'তারপর সে অন্ধকারের মাঝে (আমাকে) ডাক দিয়ে বলেছিল—তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তুমি মহান; নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৫]

যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) তাঁর রবকে ডেকেছিলেন,

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾

'আর যাকারিয়ার কথা স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাক দিয়েছিল—ও রব, আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখো না; তুমি তো শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।'[১৬]

মুমিনদের হত্যাকারীর পরিণতি

আল্লাহ বলেন,

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾

'কিন্তু তারা তাকে অবিশ্বাস করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। পাপের কারণে তাদের রব তাদের ওপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন।'[১৭]

তাদের গুনাহ ছিল শিরক এবং একটি উষ্ট্রীকে হত্যা করা। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, মুমিনদের হত্যাকারীর কী পরিণত হবে!

দাওয়াহ্ ও সবর

মাক্কি জীবনে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ

'তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না।'[১৮]

---

[১৫] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৭।

[১৬] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৯।

[১৭] সূরা শামস, ৯১ : ১৪।

[১৮] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৪।

দাওয়াহর কাজ সবরের সাথে করতে হয়। ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

গুজবে প্রতিক্রিয়া

মুমিনরা কোনো মুমিনের নামে অপবাদ শুনলে বলে,

১. তাদের ব্যাপারে সুধারণা করো।

২. এটি নির্জলা মিথ্যা।

لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

‘তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার নারী-পুরুষেরা নিজেদের লোক সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করল না এবং বলল না যে, এ তো নির্জলা অপবাদ?’[১৯]

প্রকৃত ঈমানদারের প্রতিক্রিয়া এমনই হয়।

মূর্খদের সাথে তর্ক করবেন না

মূর্খদের সাথে বিতর্ক করতে যাবেন না। আপনি তর্কে কখনো গোঁয়ারদের বোঝাতে পারবেন না। পক্ষপাতদুষ্টদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন না। কখনো কোনো সুবিধাবাদীর কথায় কান দেবেন না। সে একে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করবে।

অজুহাত

وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾

‘তারা আরও বলবে—ও রব, আমরা তো আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, কিন্তু তারাই আমাদের বিপথগামী করেছে।’[২০]

কেউ কেউ মনে করে, তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এই অজুহাত দিয়ে পার পেয়ে যাবে।

---

[১৯] সূরা নূর, ২৪ : ১২।

[২০] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৭।

অল্পের উপকারিতা

অল্প খাবারে দেহ সুস্থ থাকে। অল্প গুনাহে রুহ শান্তিতে থাকে। অল্প চিন্তায় অন্তর ভালো থাকে। অল্প কথায় জিহ্বা আরাম পায়।

আপনি কোন দলে?

কুরআনের আয়াত শুনে মুমিনদের চোখ অশ্রুসজল হয়।

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ

‘আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে।’[২১]

অপরদিকে কাফির ও মুনাফিকরা আল্লাহর আয়াতের তিলাওয়াত শোনেও অহংকারে অটল থাকে।

يَسۡمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسۡتَكۡبِرٗا كَأَن لَّمۡ يَسۡمَعۡهَاۖ

‘সে আল্লাহর আয়াত শুনে, তারপর অহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে আয়াত শোনেইনি।’[২২]

আপনি কোন দলে?

দাওয়াতে কোমলতা

وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ

‘আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।’[২৩]

আপনাকে অবশ্যই দরদ ও হিকমাহর সাথে সত্য উপস্থাপন করতে হবে।

---

[২১] সূরা মায়িদা, ৫ : ৮৩।

[২২] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ৮।

[২৩] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৯।

কুরআনের লক্ষ্য আপনার অন্তর, কান নয়

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

‘বিশ্বস্ত আত্মা তা নিয়ে এসেছে আপনার অন্তরে, যেন আপনি সতর্ক করতে পারেন।’[২৪]

কুরআনের লক্ষ্য আপনার অন্তর, কান নয়।

তাওয়াক্কুল

وَأُفَوِّضُ أَمْرِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟

‘আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের দেখতে পান। তারপর আল্লাহ তাকে তাদের কুচক্র থেকে রক্ষা করেন।’[২৫]

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন, তিনিই আপনাকে রক্ষা করবেন।

বাধাবিপত্তি

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবনভর যে বাধাবিপত্তি ও দুঃখকষ্ট সয়েছেন, তার মাঝেই তিনি মুক্তি, বিজয় ও আশা দেখতে পেয়েছিলেন।

আনন্দ-উদ্‌যাপন

কুরআনে শুধু ইসলাম ও কুরআনের জন্য আনন্দ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

‘বলো, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে (এসেছে); অতএব তারা যেন এতে আনন্দিত হয়।’[২৬]

---

[২৪] সূরা শুআরা, ২৬ : ১৯৩-১৯৪।

[২৫] সূরা গাফির, ৪০ : ৪৪-৪৫।

[২৬] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৮।

মুখোশ উন্মোচন

هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ

‘তারাই শত্রু। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।’[২৭]

পরীক্ষা ও ফিতনা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে। তাদেরকে চেনার সুযোগ করে দেয়। তাদের ব্যাপারে সতর্ক হোন।

ধারণা থেকে সাবধান

সন্দেহ বা ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা ও কুমন্তব্য করা নীচু মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

পশ্চিমা দাঈদের বিভ্রান্তি

পশ্চিমের কিছু লোক কুফর বিত-তাগূতের[২৮] ব্যাপারে খুবই জোরগলা, অথচ

---

[২৭] সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৪।

[২৮] তাগূতকে অস্বীকার করা (কুফর বিত-তাগূত) এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনা হচ্ছে সর্বপ্রথম ফরয। তাগূতকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া কারও ঈমান সাব্যস্ত হয় না। ‘ঈমান বিল্লাহ’র জন্য ‘কুফর বিত-তাগূত’ আবশ্যক। আল্লাহ বলেন,

فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

‘অতএব, যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৬)

তাগূত (طاغوت) শব্দটি এসেছে তুগইয়ান (طغيان) থেকে, যার আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি। তাগূত একটি শারয়ী পরিভাষা।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘তাগূত হচ্ছে ওইসব মাবুদ (উপাস্য), মাতবু (যাকে অনুসরণ করা হয়) বা মুতা (যার আনুগত্য করা হয়), যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়। প্রত্যেক কাওমের সে-ই তাগূত, যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয়, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করা হয় অথবা আল্লাহর দেখানো পথের বিপরীতে যার আনুগত্য করা হয়, কিংবা যার আনুগত্য এমন বিষয়ে করা হয়, যা আল্লাহর আনুগত্য বলে তারা জানে না। এরাই হলো পৃথিবীর তাগূত। এদের ব্যাপারটা এবং মানুষের অবস্থা বিবেচনা করলে আপনি দেখতে পাবেন, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ইবাদাত বাদ দিয়ে তাগূতের ইবাদাতে লিপ্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালার জন্য তাগূতের কাছে দ্বারস্থ হয়। আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ বাদ দিয়ে তাগূতের আনুগত্য ও অনুসরণে লিপ্ত।’ (ইলামুল মুআক্কিয়িন : ১/৫৩)। (দেখুন : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, রিসালাতুন ফি মানাত-তাগূত; শাইখ আবুল হাসান আলি নাদবি, দ্বীনে হক আওর উলামায়ে রব্বানি শিরক ও বিদআত কে খিলাফ কিউঁ (দরসে তাওহীদ : তাওহীদের চার প্রতিপক্ষ)) [সম্পাদক]